দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

02

পলিটেকনিকে দ্বিতীয় শিফট

আগামী জানুয়ারি মাস থেকে দেশের ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দুই শিফটে পড়ানো হবে। খবরে বলা হচ্ছে, এতে প্রতিবছর বাড়তি ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী কারিগরি শিক্ষার সুযোগ পাবে।

নয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দেশের ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ৩৪ দিন ধরে ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটী শিক্ষকদের অন্যতম দাবি ছিল দ্বিতীয় শিফট চালু করা। এ দাবি সরকার মেনে নিয়েছেন।

পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির এক প্রতিনিধি বলেছেন, সরকারের এই উদ্যোগ 'কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা' পালন করবে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্বিতীয় শিফট চালু করার উদ্যোগ কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত মাত্র। উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রাখবে তা ভবিষ্যৎ বলতে পারবে।

সিদ্ধান্ত নেয়ার দু'মাসের মধ্যেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। প্রতিটি পলিটেকনিকে গড়ে ২৫০ জন বাড়তি ছাত্রছাত্রী এ বছর ভর্তি করা হবে। এ দু'মাসের মধ্যে তাদের শিক্ষাদানের আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে। নতুন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আবাসিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। কমপক্ষে তিন বছর ধরে এ কাজগুলো করে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত লেজে গোবরে হয়ে গেলে কারিগরি শিক্ষার মান আরো নিচে নেমে যাবে। সরকার দ্বিতীয় শিফট খোলার প্রস্তুতির জন্য কত দ্রুত অর্থ ও লোকবল সরবরাহ করতে পারেন, তার ওপর নির্ভর করবে এই স্তরের কারিগরি শিক্ষার 'উন্নয়ন'।

শিক্ষার মান বজায় রেখে সম্প্রসারণ করতে হলে যে ধরনের তৎপরতা প্রয়োজন তা আমরা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মধ্যে দেখতে পাই না। বহু সরকারি কলেজ তার সাক্ষী। ছাত্রছাত্রী বাড়ানো হয়েছে, সেই অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি, বাড়তি ক্লাস রুমের ব্যবস্থা করা হয়নি, লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরির সুযোগ-সুবিধা বাড়েনি, একস্ট্রা কারিকুলার এ্যাকটিভিটি প্রায় উঠেই গেছে। আয়োজন না করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো থেকে আমরা চাই দক্ষ 'মিড-লেভেল টেকনিশিয়ান'। জাতির উন্নয়নে এরা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু প্রস্তুতিহীন সম্প্রসারণ এদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে হালকা করে ফেলতে পারে। তাতে দেশ-বিদেশে আমাদের কারিগরি শিক্ষার সুনাম ক্ষুন্ন হবে। তাই সবাইকে আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।